

মওলানা মোদুদি ও জামাতে ইসলাম

শাহাদাত হান

জামায়েতে ইসলামের রাজা মওলানা সৈয়দ আবু আল মোদুদি ১৯০৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের তৎকালীন হায়দরাবাদেয় আকরাঞ্জাবান শহরে জন্মগ্রহণ করে। পিতা আহমাদ হাসান সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মৌ বৃদ্ধী হার্নায় ফুরকানিয়া মাদ্রাসাতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের পর দাবুল উলুম কলেজে যান। কিন্তু পিতার অসুস্থতা ও পরবর্তী সময়ে প্রয়াণের পর আর্থিক সমস্যার কারণে তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। অপরায়ণ ভারতীয় আলেক ওলেমদের মতো মওদুদীর হারিয়ে না যাওয়ার বাসনা থেকে ইসলামকে পছন্দ করে তার বাড়িয়ারে। অসম্পূর্ণ ও অস্বচ্ছ শিক্ষার প্রভাব থেকে মনসাময়িক সকলের মতবাদকে অগ্রাহ্য করে মওদুদী ১৯৩০ সালে ‘আল জিহাদ- ফি আল ইসলাম’ নামের প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করে যা ছিল তার জি ও প্রতিতিরাশীল চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন। ইসলামকে শূন্য বাস্তবতার মতো গণ্য না করে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রক বানানো ও ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার পূর যাতায়া থেকে তার বিতর্কিত আদর্শ প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োজ করে। প্রচলিত সকল মতবাদকে অগ্রাহ্য করে নিজের উগ্র ও প্রান্ত অপব্যবস্থা সংবলিত মতবাদকেই ইসলামের আসল রূপ হিসেবে দাবি করতে থাকে মওদুদী। যুগবর্তী এজার পত্রগুলিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি প্রেক্ষাপটে মওদুদী ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করে জামায়াতে ইসলামী এবং নিজে এর আখির নির্বাচিত নেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক বিশেষজ্ঞরা তারা মতাদর্শকে কখনও সমর্থন করেনি।

বাংলাদেশে যারা জামায়েতীদের সং ও দুর্নীতিমূল্য সনে করেন, তারা আসলে জামায়েতে ইসলামিদের প্রকৃত যুগ সম্পর্কে অজ্ঞ। জামাতের জন্যই দুর্নীতি ও পরিবাদের হক আত্মসাৎের মাধ্যমে। শ্রুতে জামাত নিজেদের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় দিত এবং রমজান ও ঈদের সময় জাকাত, ফেজরা ও কোরবানির চানরা তাদের ফাতে জমা দেওয়ার আবেদন করত। ধর্মগ্রন্থ মুসলমানরা পরিবের জন্য,

ধর্মের জন্য তাদের আবেদনে সাড়া দিত, আর এই অর্থে জামাত তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। ৭৩ এর পর জামাত শুরু করে কড় রকমের দুর্নীতি ও জালিয়াতি এতিমঘনা পরিচালনার নামে তারা সের্বি শেষ ও সরকারের কাছ থেকে জরুরি অর্থ সাহায্য আনা শুরু করে। এতিমের হক মেদে সেই টাকায় জামাত সাবাবেশে কায়দার/ইতিম নৌওয়ারক গড়ে তুলে তারা ছাত্রশিবিরের মতো একটি সম্পূর্ণ মাদার্স/ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে। শিবিরের মন্ত্রানীনের হাতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিষাচিত হওয়ার তথ্য সর্বজনবিদিত। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রশিবিরকে প্রতিষ্ঠা করতে, হেকমত বাহিনী, কোরানত বাহিনী, সিরাজুস বাহিনী নামের বিভিন্ন যুনি বাহিনী গড়ে তওয়া, রথ কাটা, চোখ তোলা, হাত কাটা, গান পাঠ্যের দিয়ে হল তুলিয়ে দেয়া সহ এমন কোন ছীন কাজ নেই যা ছাত্রশিবির করেনি। জামায়াত-শিবিরের এসব কথকাত প্রতিরোধ করতে চেয়ে ছাত্র শিবিরের নিষ্ঠুর হাত কাটা, রথ কাটা, হত্যা রাজনীতির শিনার হয়েছে ছাত্রশিবির নেতা জামিল, রীদ জোহুরী, দেবানীশ, রুপম, ফারুক, জুয়েল, নাসিম সহ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাংপুর সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রগতিশীল ছাত্রকর্মীরা।

ইসলামের সেবক সেজে ধর্মব্যবসার খুশখর, মিথ্যাচারী জামাত -- ইসলাম কার্যের নামে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিবিধানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিপীড়ন ও উৎখাত করে তাদের মনস্তা শাসন ব্যবস্থা কার্যেদের পাইতাল্য করছে। সাদীমতের ৩৪ বছর পর, মনস্তাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে জামাতের অবস্থান নিয়ে নতুন বিপ্লবী আধিকার করেছে তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। গত ১৭ জিসেদার, মুক্তবার বিকর দিকসে শিবির জায়েজিত সমাবেশে শিবিরের সভাপতি দাবি করেছে, দেশের দার্ষে জামাত ‘৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ জামাত অংশ নিলে ভারত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না। তারা নিজেদেরকে স্বাধীনতা রক্ষার অস্ত্র গ্রহণী হিসেবে দাবি

করে। এরা দাবি করে কেউ জামাত করতে পারবে না জামাত ‘৭১ সালে যুগ, ধর্মগ্রন্থ কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। শূন্য শিবিরের সভাপতিই নয়, ‘৭১ এর রাজাকার প্রধান জামাত

নেতা নিজামী এখন আলবদর / আলশামসের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে বলছে, জামাতের স্বাধীনতা বিরোধিতার ইতিহাস কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তারা আরো দাবি করে, জামাত রাজাকার নয়, বরং জামাতকে যারা রাজাকার বলে তারাই রাজাকার।

বোকাভাষাকে ধন্যবাদ, শিবির সভাপতির বক্তব্যে “রাজাকার” যে একটা গালি এতদিনে রাজাকারদের কাছ থেকেই তা স্বীকৃতি পেলে। হরত আর কিছুদিন পর মিথ্যাচারী জামাত শিবির চক্করবে, জামাত-শিবিরের নেতৃত্বে, গোঃ আজমের নির্দেশে ও মইত্যা রাজাকারের যোষনার বাংলাদেশের মানুষের বোকা মনে করে, কিন্তু এবার মানুষকে বোকা বানানোর কৌশল বরা পড়ে গেছে কারণ তাদের উল্লেখ্য ও লক্ষ্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে দিনের মত পরিচয় হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিশেষিতা করেছিল জামাত, রাজাকার-আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করে নির্বাহী মানুষ হরত করেছে এই জামাত। আজ সময় এসেছে, জামাতকে তাই উত্তর দিতে হবে, ‘৭১-এ বিদেশীদের লাগান করার জন্য মানুষ হত্যা করেছিল কোন ধর্মের মতামতের ভিত্তিতে? জামাতকে উত্তর দিতে হবে বগড়া ও যুবনয় আহমদিয়া মসজিদে স্থাপিত সাইনবোর্ড অবৈধভাবে হুলে ফেলেছে ও প্রাকপাণ্ডিত্যের আহমদিয়া মসজিদ বেদখল করেছে কোন ধর্মীয় বিধান। জামাতকে আজ আরও উত্তর দিতে হবে এ দেশে সরকারের সরাসরি আশ্রয়-প্রদত্তে জঞ্জাবাদের নেতৃত্বগত গঠন করে, মওদুদীবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচ ইসলামকে ব্যবহার করে নির্বাহী মানুষ হত্যা করে হলেহে কোরআনের কোন সুরার বাকীলত?

রাজাকারদের জন্য উচিত আমরা বাঙালিরা স্বাধীনতাগ্রহণ, লড়াই জাতি আমাদের ঐতিহ্য

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান ঐশ্বর্যে সন্মুখ। আমরা প্রয়োজনে বিরোধে বাঁপিয়ে পড়তে জানি। আমরা গান গাই,” মাথো ভাবনা কেনা? আমরা তোমার শক্তিশ্রিয় শব্দহেলে/ শব্দ এলে অল্প হাতে তুলতে জানি / ছর নাই যা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি ...।” দিনাজপুর ও সাতকাঁন্যায় জনগন জামাতকে প্রত্যাখ্যান করে জানির দিয়েছে, ‘৭১ এর যুগীদের আর কোন ছাত্র দেয়া হবে না।’

আজ ইসলামের কিছু বিধানের কথা রাজাকারদের শ্রবণ করিছে নিতে চাই, বিধানগুলি হল:

১. হত্যাকারীকে হত্যা করার অনুমতি নিহতের আত্মীয়-বর্জনকে ইসলাম দিয়েছে।
২. যারা মানুষকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, দেশ থেকে তা’দের বিতাড়িত করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।
৩. যারা মানুষের জী-কন্যাদের ধর্ষণ করেছে, বা ধর্ষণ করতে সাহায্য করেছে তা’দের জী-কন্যাদের মঞ্চ করার বিধান ইসলামে আছে।
৪. পরাজিত অত্যাচারীদের বন-মপদ নিয়ে নেওয়া ও তা’দের দাসে পরিণত করার বিধানও ইসলামে আছে।

আল্লাহর আইন কার্যেদে স্ততি উৎসাহী জামাতীরা এসব আইনের কথা বলে না, কারণ তা’হলে এই সব জামাত-শিবির-রাজাকারের আখির ওমরহদের জীবন সম্পদ, জী-কন্যা সব বেহাত হয়ে যায়। রাজাকারদের আরও শ্রবণ করিয়ে দিতে চাই যে যুগ শীঘ্রই ইসলাম শাঠিগ্রহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিকাল পাবে, এবং ইসলাম বিক্রি বন্ধ হবে

তাই আজ আমুন স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুর উল্লভ আশ্বালনকে প্রতিহত করার সাহসী ছড়ায় নিয়ে বজ্রকটে আগ্রাজ্জ তুলি: হটাও রাজাকার, নির্মূল কর জঞ্জাবী